W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 87 /SMC/WBHRC/~~Com/2016~~-17

Date: 01.03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Ananda Bazar Patrika' a Bengali daily dated 01.03.2017, captioned 'ব্যান্ডেজ বাঁধায় বাদ গেল পা-ই'

Superintendent, Bankura Medical College & Hospital is directed to furnish a report after proper enquiry fixing responsibility in connection with amputation of the right leg of the child of Sri Shantimoy Monday and Smt. Koushalya Mondal on or before 3rd April 2017.

1/03/2017

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 01.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

আনন্দবাজার পত্রিকা ০১/০৩/২০১৭

■ ছবি: দেবকল্যাণ চৌধুরী

...ল দেওয়ায় ... পর্ষদ কর্তা

আশুতোষবাবুর সঙ্গী শিক্ষকেরা। ক্লাসে ঢুকে তাঁরা ছেলেদের বলতে থাকেন, 'কী রে সব পারছিস তো, না পারলে বলিস।' তার পর, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ছেলেমেয়েদের উত্তর বলে দিয়ে বেরিয়ে যান।" প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ওই 'কাণ্ড' চলার সময়ে দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠের শিক্ষকেরা প্রতিবাদ জানাতে [illegible]। [illegible] এমনই অভিযোগ করেছেন ওই স্কুলের শিক্ষকেরা।

অভিযোগ উড়িয়ে আশুতোষবাবু বলছেন, "দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠের অধিকাংশ শিক্ষকই [illegible] শিক্ষক সংগঠনের সদস্য। আমি শাসক দলের শিক্ষক সংগঠন করি বলে এমন বানানো অভিযোগ করছেন ওঁরা।"

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় অভিযোগ পেয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে [illegible] বিদ্যাপীঠের এক শিক্ষক বলেন, "তদন্ত কী হবে, বুঝতেই পারছি। কল্যাণময়বাবু এক্ষেই বলছে বলেন, 'সামান্য ভুল বোঝাবুঝি তো, মিটিয়ে নিন না।'" প্রসঙ্গ যে [illegible]

বাঁকুড়ায় বিপন্ন শিশু

ব্যান্ডেজ বাঁধায় বাদ গেল পা-ই

নিজস্ব সংবাদদাতা

বাঁকুড়া: ডান পায়ের পাতা বাঁকা ছিল বলে চিকিৎসকেরা ১২ দিনের সদ্যোজাতের পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই ব্যান্ডেজ যখন খোলা হল, তখন শিশুটির পা পচে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত পা-ই কেটে বাদ দিতে হল ওই শিশুর।

এই ঘটনায় বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন শিশুটির বাবা-মা শান্তিময় ও কৌশল্যা মণ্ডল। একই সঙ্গে তা উস্কে দিয়েছে রানিগঞ্জের অঙ্কুশ শীটের হাত বাদ যাওয়ার ঘটনাও। রানিগঞ্জের অঙ্কুশের ক্ষেত্রে অভিযোগের কাঠগড়ায় ছিল আসানসোল জেলা হাসপাতাল। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে নিউমোনিয়া আক্রান্ত একরত্তি অঙ্কুশের রক্ত পরীক্ষার জন্য ডান কনুইয়ের উপরে টুর্নিকেট (রবারের ব্যান্ড) বেঁধেছিলেন আসানসোল হাসপাতালের নার্স। খুলতে ভুলে যান। বন্ধ হয়ে যায় রক্ত চলাচল। ৭২ ঘণ্টা পরে ব্যান্ড যখন খোলা হয়, তখন রক্ত জমাট বেঁধেছে। এসএসকেএম হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করে বাদই দিতে হয় নীল হয়ে যাওয়া ডান হাত।

ছাতনার ক্ষেত্রপালের এলাকার মণ্ডল দম্পতি তাঁদের শিশুপুত্রের ডান পা বাদ যাওয়ার জন্য এমনই গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন। ৬ জানুয়ারি বাঁকুড়া মেডিক্যালে ছেলে হয় কৌশল্যার। জন্ম থেকেই সদ্যোজাতের ডান পায়ের পাতা বাঁকা ছিল। ওই মাসের ১০ তারিখ হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরেন কৌশল্যা। ১৮ জানুয়ারি তাঁরা শিশুটিকে নিয়ে বাঁকুড়া মেডিক্যালের আউটডোরে যান। এক চিকিৎসক পায়ে ব্যান্ডেজ করে দেন। সাত দিন পরে ওই ব্যান্ডেজ খোলার কথা ছিল। কিন্তু ব্যান্ডেজ বাঁধার পর থেকেই শিশুটি কান্নাকাটি শুরু করায়

■ অসহায়: মায়ের কোলে সেই শিশু। ছবি: অভিজিৎ সিংহ

তাকে ফের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ২২ তারিখ। শান্তিময় বলেন, "আউটডোর বন্ধ থাকায় জরুরি বিভাগে দেখিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করাই।" ২৫ জানুয়ারি আউটডোরে ব্যান্ডেজ খুললে দেখা যায়, পায়ের চামড়ার সঙ্গে তা জুড়ে গিয়েছে। পর দিন হাসপাতাল জানায়, শিশুটিকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও রাস্তা নেই। হাসপাতাল থেকেই গাড়ির ব্যবস্থা করে শিশুটিকে পাঠানো হয় এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে।

সেখানে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে জানান, অস্ত্রোপচার করে শিশুটির পা বাদ দিতে হবে। সেই মতো ৩১ জানুয়ারি শিশুটির ডান পা হাঁটু থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি শিশু নিয়ে বাড়ি ফেরেন দম্পতি। মঙ্গলবার বাঁকুড়া সদর থানায় চিকিৎসায় গাফিলতির লিখিত অভিযোগ জানান তাঁরা। বাঁকুড়া মেডিক্যালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধান বলেন, "গোটা ঘটনা না জেনে, চিকিৎসায় গাফিলতি রয়েছে কিনা বলা যাবে না।"

টাকা না পেলেও আটকানো যাবে না মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা

বর্ধমান: এক নার্সিংহোম মালিক জানতে চাইলেন, "স্যার, রোগীর বাড়ির লোক টাকা দিতে না পারলে কী করব?" জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রণব রায়ের জবাব, "রোগীর পরিজন টাকা দিতে না পারলে জোর করা যাবে না। মৃতদেহ কোনও ভাবেই আটকানো যাবে না।"

মঙ্গলবার দুপুরে বর্ধমানের সংস্কৃতি মঞ্চে জেলার নার্সিংহোম মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে প্রণববাবু ছাড়াও উপস্থিত জেলাশাসক সৌমিত্র মোহন, সভাধিপতি দেবু টুডু। দিন কয়েক আগেই রাজ্যের তাবড় বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমের 'দাদাগিরি'-র বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ দেখিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, অনিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। তার পরেও বর্ধমানের পিজি নার্সিংহোমে [illegible] হুমকি দেওয়ার [illegible] অভিযোগ ওঠে। সেই আবহেই ছিল এ দিনের বৈঠক।

বৈঠকে জেলার ১৪৫টি নার্সিংহোমের কর্তৃপক্ষ হাজির ছিলেন। প্রশাসনের কাছে তাঁদের অনেকেরই আর্জি, "অনেক স্বাস্থ্য-পরীক্ষারই খরচ নির্দিষ্ট করা নেই। তাই রোগীরা বা তাঁদের পরিবার তা নিয়ে নানা সময় গোলমাল পাকান। আপনারা একটা গাইড লাইন তৈরি করে দিলে বিল নিতে সুবিধা হয়।"

স্বাস্থ্য দফতর ও প্রশাসনিক কর্তাদের বক্তব্য, এ ব্যাপারে প্রাথমিক ভাবে নিজেদের শ্রেণি বিভাগ করতে হবে নার্সিংহোম মালিকদের। কোন শ্রেণির নার্সিংহোমে কীসের জন্য কত টাকা লাগবে তা প্রস্তাবের আকারে জেলা স্বাস্থ্য দফতরে জানালে, তা রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে পাঠানো হবে। তবে জেলাশাসক নার্সিংহোম কর্তাদের মনে করিয়ে দেন, "স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে সাধারণ ব্যবসায় তফাত রয়েছে। আপনাদের দায়িত্ব আছে। রোগী গরিব হলে ছাড় দেন না, অথচ টাকা না পেলে মৃতদেহ আটকে রাখবেন—এটা করা যাবে না।"